আনন্দবাজার পত্রিকা
৫ কার্তিক ১৪১২ শনিবার ২২ অক্টোবর ২০০৫

আইআইটি মর্যাদা জুটবে কি না, ধন্দে যাদবপুর, শিবপুর

দেবীদাস আচার্য ✧ কলকাতা

কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কাজ কিছুটা এগোলেও যাদবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ও শিবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শেষ পর্যন্ত আই আই টি হবে কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়।

এই ব্যাপারে দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন অবশ্য ভিন্ন। যাদবপুরের ধারণা, আই আই টি যে করা হচ্ছে না, তা এক রকম নিশ্চিত। তার বদলে পরিকাঠামো ও মানোন্নয়নে আর্থিক সহায়তা দিয়ে কেন্দ্র তাদের আই আই টি-র সমমর্যাদার জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান (এন আই টি) বলেও ঘোষণা করতে পারে। খুব জোরালো না-হলেও শিবপুরের বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটি অবশ্য আই আই টি হওয়ার আশা রাখছে।

আই আই টি/এন আই টি হলে প্রতিষ্ঠানের কী নাম তাদের পছন্দ, রাজ্যের দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে তা জানতে চেয়েছে কেন্দ্র। আর ধন্দ সেখানেই। গোটা দেশে সব আই আই টি একই নামে পরিচিত। সঙ্গে শুধু জায়গার নামটা জোড়া থাকে। সে-ক্ষেত্রে নাম পছন্দের সুযোগই থাকে না। অথচ দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো প্রশ্নাবলিতে প্রথমেই নাম পছন্দ করতে বলায় কিছুটা সংশয় দেখা দিয়েছে।

তা ছাড়া দু'টিই যে-হেতু রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়, তাই ভিন্ন কোনও নাম ভাবতে গেলে রাজ্য সরকারের সবুজ সঙ্কেত প্রয়োজন। যাদবপুর ও শিবপুর তাই রাজ্যের দ্বারস্থ হচ্ছে। আর এই নামকর ণের সূত্রে প্রতিষ্ঠানের উপরে নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটিও উঠছে। যাদবপুরের সহ-উপাচার্য শ্যামল সান্যাল বলেন, "প্রধানত র াজ্যের অর্থসাহায্যে চলা একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজ্যকে এড়িয়ে যে কিছু করতে পারবে না, আমরা বিভিন্ন বৈঠকে দিল্লিকে তা জানিয়েছি।"

অন্য দিকে, ওই কেন্দ্রীয় প্রকল্প সম্পর্কে রাজ্য কার্যত অন্ধকারে। উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী বলেন, "রাজ্যের দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যদি কিছু করতে চায়, তাতে আমাদের আপত্তির কারণ নেই। সেই জন্য দু'টি প্রতিষ্ঠানকে সরকার উৎসাহই দিয়েছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কেন্দ্র ঠিক কী করতে চাইছে এবং সেখানে রাজ্য সরকারকে তারা কোন ভূমিকায় চায়, সবটাই এখনও ধোঁয়াশা। কেন্দ্র এই ব্যাপারে র াজ্যকে এখনও কিছুই জানায়নি।"

যাদবপুরের ক্ষেত্রে সমস্যার মাত্রা আরও একটু বেশি। বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি বিভাগের মধ্যে একটিকে আলাদা করে নিলে অন্যদের সঙ্গে তার সম্পর্কে জটিলতার সৃষ্টি হবে বলে কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা। একই ক্যাম্পাসের মধ্যে তিনটি বিভাগ যদি দু'টি ভিন্ন সংস্থার নিয়ন্ত্রণে থাকে, তা হলে সমস্যা হবে। শিবপুরে এই সমস্যা নেই। কিন্তু দুই বিশ্ববিদ্যালয়েই গুঞ্জন, প্রতিষ্ঠান বাছাই করে আই আই টি-র মর্যাদা দেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় স্তরে আই আই টি প্রতিষ্ঠানগুলির নীতিনির্ধারক সংস্থার

আপত্তি রয়েছে। ফলে শেষ পর্যন্ত প্রাপ্তি ঠিক কী দাঁড়াবে, সেই ব্যাপারে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ই ধন্দে আছে। শিবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিখিলরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ডিসেম্বরের গোড়ায় বিশেষজ্ঞদল আসবে। তাদের রিপোর্টের উপরে অনেক কিছু নির্ভর করছে। হয়তো আগামী বছরের প্রথম দিকে ছবিটা স্পষ্ট হবে।"